বাংলাদেশ দূতাবাস
আঙ্কারা, তুরস্ক

তুরস্কে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ-২০২২ উদ্‌যাপন।

৭ই মার্চ, ২০২২/আংকারা, তুরস্কঃ আজ তুরস্কের আংকারাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। করোনা সংক্রামণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব মেনে সকালে তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মস্‌য়ূদ মান্নান এনডিসি দুতাবাসের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পন করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়াংশে জুম এ্যাপসে মান্যবর রাষ্ট্রদূত মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিনিষ্টার ও মিশন উপ-প্রধান মিজ শাহ্‌নাজ গাজী অনুষ্ঠানের সূচী ঘোষনা করেন। শুরুতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিমুর রহমান ও দেশের প্রতি প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এরপর দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। বাণী পাঠের পর আইসিটি বিভাগ হতে প্রাপ্ত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের (রঙিন ধারনকৃত) উপর নির্মিত ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। অত:পর মান্যবর রাষ্ট্রদূত মহোদয়ের উপস্থাপনায় বাংলাদেশ তথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অংশগ্রহন করে ৭ই মার্চের ভাষণের উপর আলোচনা ও কবিতা আবৃত্তি করে শোনান।

আলোচনা পর্বে বঙ্গবন্ধু'র ৭ই মার্চ-এর ভাষণের তৎপর্য এবং বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে এ ভাষণের গুরুত্ব তুলে মান্যবর রাষ্ট্রদূত সূচনা বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. মুহাম্মদ সামাদ, সাংবাদিক ও লেখব সৈয়দ বদরুল আহাসান, বিএসএমএমইউ-এর প্রফেসর ড. মামুন আল মাহাতাব, গ্রীন ইউনিভার্সিটির ডিন প্রফেসর ড. ফারহানা হেলাল মেহতাব, মেম্বার সেক্রেটারী ভিশন ২০২১ এবং হাঙ্গার ফ্রি ওয়াল্ড এর কান্ট্রি রি-প্রেজিনটেটিভ জনাব আতাউর রহমান মিটন, সুদুর কানাডা থেকে মুক্তধারা প্রকাশনার স্বত্বাধিকারী জনাব জহর লাল সাহা, ৭ই মার্চ ১৯৭১ এর ভাষণের উপর ডকুমেন্টারী চিত্র নির্মাতা জনাব শাকিল রেজা ইফতি, জার্মান বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট জনাব খান লিটন ও মস্কো থেকে রাশিয়ায় বঙ্গবন্ধু বই-এর লেখক বারেক কায়সার অংশগ্রহন করেন।

রাষ্ট্রদূত মস্‌য়ূদ মান্নান এসডিসি তাঁর বক্তব্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও তাঁর পরিবারে প্রতি স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা করেন। তিনি বলেন ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণই ছিল প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। ৭ই মার্চের ভাষনের পরই সমগ্র দেশ জুড়ে বাংলার সর্বস্থরের মানুষ সংগঠিত হতে শুরু করে যাকিনা স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগদানের রূপ পরিগ্রহ লাভ করে ২৫ মার্চের কালরাত্রে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতারের পর। একই পথ-পরিক্রমায় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। আলোচনাকালে রাষ্ট্রদূত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে গিয়ে ৫২ ভাষা আন্দোলন, ৫৪ নির্বাচন, ৬৬ ছয়দফা, ৬৯ গণ-অভ্যুত্থান, ৭০ নির্বাচন ও ৭১ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উপস্থিত অতিথিদের সামনে সবিস্তারে তুলে ধরেন। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ-এর ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব পৃথিবীতে বিরল এবং এ ভাষণের অন্তর্নিহিত সম্মোহনী শক্তির বিকাশ এতই শক্তিশালী ছিল, যার মর্মার্থ সমসাময়িক বিশ্বে যেমন-ভিয়েতনাম, এঙ্গোলাসহ অনেক দেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রেরণা দান করে। যার ফলে ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর UNESCO কর্তৃক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ভাষন-কে "Memory of the World International Register, a list of world's important documentary heritage" হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এছাড়া তিনি বাংলাদেশের উন্নয়নে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে সকলকে দেশে-বিদেশে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে এবং আগামীর সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনে ব্রতি হওয়ার আহ্বান জানান।

পরিশেষে, দূতাবাসে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের নিয়ে ৭ই মার্চ উপলক্ষে কেক কাটা হয় ও বাংলাদেশী চিরাচরিত খাবার পরিবেশনার ভিতর দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হয়।